ফর্ম নং জে (২)

কলকাতা উচ্চ আদালত
সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র
আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ
মাননীয় বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী

২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ ১৯৪৮৭
ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া
বনাম
ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্য।

আবেদনকারীর পক্ষেঃ শ্রী দেবজ্যোতি বর্মণ,
শ্রীমতি সংযুক্তা বসু মল্লিক,

উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৩-র পক্ষে অজিত কুমার মিশ্র,
শ্রী অভিষেক দে,

শুনানি ঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ শুনানি।

রায়ঃ **১৮ই অক্টোবর, ২০২৩।**

বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী ঃ

বর্তমান রিট পিটিশনটি দাখিল করা হয়েছে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে গ্রেচুইটি প্রদান আইন, ১৯৭২ (এরপরে "উক্ত আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর অধীনে আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত আদেশ এবং উক্ত আইনের অধীনে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৮ শতাংশ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে প্রদত্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে।

২. এটি আবেদনকারীর মামলা যে প্রায় ৪৯ জন শ্রমিক নিযুক্ত ছিল দুর্গাপুর খাদ্য নিগম জেলা দ্বারা স্থাপিত একটি রাইস মিল দ্বারা

আধুনিক ধান কলের নাম এবং শৈলীর অধীনে পরিচালিত হয়। শ্রমিকদের কাজ ছিল ঠিকাদারদের মাধ্যমে। বছরের শেষে উক্ত কলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে ১৯৯০/১৯৯১ যেহেতু ঠিকাদারদের নিয়োগের কোনও প্রয়োজন ছিল না, তাই আবেদনকারী দ্বারা প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে উপরোক্ত শ্রমিকদের নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং দৈনিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে, কোনও কাজ নেই, কোনও বেতন ব্যবস্থা নেই।

৩। যেহেতু শ্রমিকরা নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছিলেন, তাই তাঁরা ভারত সরকারের শ্রম মন্ত্রকের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, যার ফলে শ্রমিক ও আবেদনকারীর মধ্যে একটি শিল্প বিরোধের কারণে শ্রমিকদের পরিষেবা নিয়মিত করার বিষয়ে শ্রম মন্ত্রক, ভারত সরকার, শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর উপ-ধারা (১)-এর ধারা (ডি) এবং ধারা ১০-এর উপ-ধারা (২এ) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে কেন্দ্রীয় সরকার শিল্প ট্রাইব্যুনাল, আসানসোলের কাছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তৈরি করে বিচারের জন্য প্রেরণ করেছিলঃ

<u>সময়সূচী</u>

"দুর্গাপুর ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের এফ. সি. আই, দুর্গাপুরের ব্যবস্থাপনার দ্বারা সংযুক্ত তালিকা অনুযায়ী ৪৯ জন কার্যকরী শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি যুক্তিসঙ্গত? যদি না হয়, তাহলে তারা কোন স্বস্তির অধিকারী? "

৪। প্রতিযোগিতায়, ৯ই জুন, ১৯৯৯ তারিখের একটি পুরস্কার দ্বারা, উক্ত রেফারেন্স নিম্নলিখিত পদগুলিতে উত্তর দেওয়া হয়েছিলঃ-

"দুর্গাপুর ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের এফ. সি. আই দুর্গাপুরের ব্যবস্থাপনার দ্বারা ৪৯ জন কার্যকরী শ্রমিককে (তালিকা অনুযায়ী) অন্তর্ভুক্ত করার দাবি ন্যায়সঙ্গত। সংশ্লিষ্ট কার্যকরী শ্রমিকদের তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে ব্যবস্থাপনার দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করা হবে এই পুরস্কারের প্রয়োগযোগ্যতা। "

৫। যদিও আবেদনকারী এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, তবুও ২০১৪ সালের ৯ই ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত দেওয়ানি আপিল নং ১০৮৫৬-এ একটি রায় ও আদেশের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জটি শেষ পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছিল, যার ফলে ট্রাইবুনেলের আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখ থেকে রায়টি বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৬। উপরোক্ত অনুসারে, ১৫ই জুলাই, ২০১৫ তারিখের একটি অফিস আদেশের মাধ্যমে, আবেদনকারী উপরোক্ত ৪৯ জন শ্রমিকের বেতন ধারণাগতভাবে নির্ধারণ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যার মধ্যে উত্তরদাতা নং ৪ অন্তর্ভুক্ত ছিল, একটি রাইডার সহ যে পদে যোগদানের তারিখ থেকে উপরোক্ত শ্রমিকদের আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হবে।

৭। উত্তরদাতা নং ৪, প্রস্তাবটি গ্রহণ করে এবং পূর্বোক্ত অফিস আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার দায়িত্ব পালন করে, পরবর্তীকালে ৩১ জানুয়ারী, ২০১৯-এ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন, যার পরে তিনি গ্র্যাচুইটি প্রদানের জন্য আবেদন করেছিলেন।

৮. যেহেতু, গ্র্যাচুইটির দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, তাই উত্তরদাতা নং ৪ নির্ধারণের জন্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলেন ফর্ম 'এন'-এ আবেদন জমা দিয়ে তাকে প্রদেয় ইরেচুইটি।

৯। ১৮ই নভেম্বর, ২০২১ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে উক্ত আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, আবেদনকারীকে উত্তরদাতা নং ৪-কে প্রদেয় ১০ শতাংশ হারে সুদ সহ-৪,৬০৩,৪৫৪ প্রদান করার নির্দেশ দিয়ে।

১০। উক্ত সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে, আবেদনকারী এই আইনের অধীনে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে এই ভিত্তিতে আবেদন করেছিলেন যে, শুধুমাত্র আবেদনকারীর স্থায়ী কর্মচারীকে গ্র্যাচুইটি প্রদান করা হয়। এছাড়াও, ২০১৬ সালের ১৭ই মে ২০১৫ সালের ১৫ শতাংশ জুলাইয়ের অফিস আদেশ অনুসারে এবং ২০১৯ সালের ৩১শে জানুয়ারির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, প্রত্যর্থী নং ৪-কে ধারণাগতভাবে নিয়মিত করা হয়েছে, তিনি গ্র্যাচুইটির অধিকারী হতে পারতেন না কারণ তিনি উক্ত আইনের অধীনে প্রদত্ত ৫ বছরের জন্য অবিচ্ছিন্ন পরিষেবা সম্পন্ন করেননি। তবে, আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০২৩ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখের একটি আদেশের দ্বারা আপীলের আপিল খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল।

১১। ব্যথিত হয়ে বর্তমান রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে।

১২. আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী মিঃ বর্মন, ২০১৬ সালের ১১ই মে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের উপর নির্ভর করে, আইএ নং ১ এবং ২ এর সাথে সম্পর্কিত, দাখিল করেছেন যে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট আবেদনকারীর জারি করা নির্দেশের প্রতি মনোযোগ দিয়ে, ১লা জুন, ২০০৯ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত সময়ের জন্য উপরোক্ত শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট অন্য কোনও সময়ের জন্য বেতন পরিশোধ করেনি।

১৩। উপরোক্ত বিষয়টিকে বিবেচনা করে, যেহেতু ২০১৫ সালের ১৫ই জুলাই তারিখের অফিস আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরদাতা নং ৪-কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে, আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হবে পদে যোগদানের তারিখ থেকে এবং নিয়োগটি ১৯৯৯ সালের ৯ই জুন থেকে ধারণাগতভাবে কার্যকর হবে, তাই উত্তরদাতা নং ৪ উক্ত নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করেছেন, তিনি গ্র্যাচুইটি প্রদানের অধিকারী নন, যে সময়ের জন্য তিনি প্রকৃতপক্ষে শোষণের পরে কাজ করেছিলেন।

১৪। এটি এখনও জমা দেওয়া হয় যে উত্তরদাতা নং ৪ ১৭ই মে, ২০১৬ তারিখে এই পদে যোগদান করেছেন এবং '৩১শে জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, কোনও কল্পনার অধীনে গ্র্যাচুইটি প্রদানের অধিকারী হতে পারবেন না কারণ উত্তরদাতা নং ৪ ৫ বছরের জন্য ধারাবাহিকভাবে কাজ করেননি।

১৫। এটি বলা হয়েছে যে যেহেতু আবেদনকারীকে ধারণাগতভাবে সহায়ক পদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, ৯ই জুন, ১৯৯৯ থেকে, পদে যোগদানের তারিখ থেকে প্রদেয় প্রকৃত আর্থিক সুবিধা সহ, আবেদনকারীকে যে সময়ের জন্য তাকে ধারণাগত সুবিধা দেওয়া হয়েছে তার জন্য গ্র্যাচুইটির অধিকারী হতে পারে না। **রিলায়েন্সকে হরিয়ানা রাজ্য বনাম ও. পি. গুপ্ত ইত্যাদির ক্ষেত্রে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের উপর রাখা হয়েছে।** রিপোর্ট করা হয়েছে (১৯৯৬) ৭ এস. সি. সি ৫৩৩ এবং পালুরুর ক্ষেত্রেও

রামকৃষ্ণাইয়া এবং অন্যান্য বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া & আন., (১৯৮৯) ২ এস. সি. সি ৫৪১-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

১৬। নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ বা আপিল কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত দিকটি যথাযথ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেনি। তাই নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশগুলি বহাল রাখা যায় না। উপরোক্ত উভয় আদেশই বাতিল করে দেওয়া উচিত।

১৭। এর বিপরীতে, প্রত্যর্থী নম্বর ৪-এর প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান আইনজীবী শ্রী অজিত কুমার মিশ্র বলেন যে, সুপ্রিম কোর্ট ২০১৪ সালের ৯ই ডিসেম্বরের রায় ও আদেশের মাধ্যমে ট্রাইবুনেলের আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখ থেকে রায়টি বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছিল। ১৯৯৯ সালের ৯ই জুন ট্রাইবুনেল কর্তৃক গৃহীত রায়টি উল্লেখ করে, এটি জমা দেওয়া হয় যে, প্রত্যর্থী নম্বর ৪-কে রায় কার্যকর করার তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারী যদি নির্দেশ সত্ত্বেও উত্তরদাতা নম্বর ৪-কে গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তবে উত্তরদাতা নং. ৪-কে এর জন্য কষ্ট দেওয়া যাবে না।

১৮। ৩১শে মে, ২০১৬ তারিখের অফিস আদেশের প্রতি এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আরও বলা হচ্ছে যে, উক্ত অফিস আদেশে চাকরিতে বিরতির বিধান নেই। একইভাবে কেবল এই বিধান রয়েছে যে, বিবাদী নং ৪ ৯ই জুন, ১৯৯৯ থেকে চাকরিতে নিয়োজিত হবেন এবং এই রায় বাস্তবায়নের ফলে উদ্ভূত আর্থিক সুবিধাগুলি কেবল যোগদানের তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রদান করা হবে। আবেদনকারীর ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয় যে, বিবাদী নং ৪ ৩১শে মে, ২০১৬ তারিখের অফিস আদেশের আগে আবেদনকারীর সাথে কাজ করেননি।

১৯. উপরোক্ত বিষয়টিকে বিবেচনা করে, এটি জমা দেওয়া হয় যে আবেদনকারীর প্রথমে উত্তরদাতা নং ৪-এর পক্ষে গ্র্যাচুইটি প্রদান অস্বীকার করা উচিত ছিল না। যেহেতু, গ্র্যাচুইটি অস্বীকার করা হয়েছিল, তাই উত্তরদাতা নং ৪ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে যেতে বাধ্য হয়েছিল। উত্তরদাতা নং ৪-কে প্রদেয় গ্র্যাচুইটি নির্ধারণে নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনও অনিয়ম নেই, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে উত্তরদাতা নং ৪ আবেদনকারীর সাথে ৯-৮ জুন, ১৯৯৯ থেকে কোনও বিরতি ছাড়াই কাজ করেছিলেন এবং স্বীকৃতভাবে ৩১ জানুয়ারী, ২০১৯-এ অবসর গ্রহণ করেছিলেন। আপিল কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত আদেশটিও নিশ্চিত করেছে।

২০। এটি বলা হয় যে বর্তমান রিট পিটিশনটি আর কোনও বিবেচনার যোগ্য নয় এবং খরচ সহ খারিজ করা উচিত।

২১. সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষে উপস্থিত আইনজীবীদের কথা শুনেছেন এবং নথিতে থাকা উপাদানগুলি বিবেচনা করেছেন।

২২. এই ক্ষেত্রে আমি স্বীকার করছি যে, ১৯৯৯ সালের ৯ই জুন তারিখের রায়ের আগে একদিকে আবেদনকারী এবং অন্যদিকে ৪৯ জন শ্রমিকের মধ্যে কর্মচারী নিয়োগকর্তার সম্পর্ক ছিল। যেহেতু, পূর্বোক্ত ৪৯ জন শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে একটি বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছিল, তাই কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯৬ সালের ১৮ই জুলাইয়ের আদেশের মাধ্যমে এই বিষয়টি উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় সরকারি শিল্প ট্রাইব্যুনাল, আসানসোল,-এর জন্য

উল্লিখিত বিষয়গুলির বিচার। বিতর্কিত শুনানিতে, কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ট্রাইব্যুনাল, ৯ই জুন, ১৯৯৯ তারিখের একটি রায় দ্বারা, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, এটা দেখে খুশি হয়েছিল যে দুর্গাপুর ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের এফ. সি. আই-এর পরিচালনার দ্বারা তালিকা অনুযায়ী ৪৯ জন শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি ন্যায়সঙ্গত এবং ফলস্বরূপ সংশ্লিষ্ট কার্যকারণ কর্মীদের উক্ত পুরস্কার কার্যকর করার তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে পরিচালনার দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২৩। আমি দেখতে পাচ্ছি, ২০১৪ সালের ৯ই ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট ২০১৪ সালের দেওয়ানি আপিল নং .১০৮৫৬-এ প্রদত্ত একটি রায় এবং আদেশের মাধ্যমে উক্ত পুরস্কারের চ্যালেঞ্জটি শেষ পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট আবেদনকারীকে ট্রাইব্যুনালের আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখ থেকে রায়টি বাস্তবায়িত করার নির্দেশ দিয়েছিল। ঘটনাচক্রে, আবেদনকারী ১৫ই জুলাই, ২০১৫ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে ১৯৯৯ সালের ৯ই জুন থেকে সম্ভাব্য আর্থিক সুবিধা সহ উত্তরদাতা নম্বর ৪ সহ উপরোক্ত ৪৯ জন শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

২৪। যদিও, আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান আইনজীবী শ্রী বর্মণ যুক্তি দেখান যে, উত্তরদাতা নং ৪ গ্র্যাচুইটি প্রদানের অধিকারী নন, কারণ তিনি ১৭ই মে, ২০১৬-তে এই পদে যোগ দিয়েছিলেন এবং ৩১শে জানুয়ারী, ২০১৯-এ অবসর গ্রহণ করেছিলেন, এইভাবে, ৫ বছরের জন্য অবিচ্ছিন্ন পরিষেবা প্রদান না করে, তিনি গ্র্যাচুইটির অধিকারী নন, আমি ভয় পাচ্ছি এবং দিতে অক্ষম। এই ধরনের যুক্তি গ্রহণ করুন। শীর্ষ আদালত দ্বারা জারি করা নির্দেশের কথা বিবেচনা করে

২০১৪-র ৯ শতাংশ ডিসেম্বর, ২০১৫-র ১৫ শতাংশ জুলাই তারিখের চিঠিতে ১৯৯৯-এর ৯ই জুন থেকে চাকরিতে কোনও বিরতি ছাড়াই ধারণাগত অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়েছে। ২০১৫-র ১৫ই জুলাই তারিখের চিঠিতে ৪ নম্বর উত্তরদাতাকে গ্র্যাচুইটি প্রদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়নি। ১লা জুন, ২০০৯ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত সময়ের জন্য ফেরত মজুরি প্রদানের জন্য মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক জারি করা নির্দেশের ক্ষেত্রে, আমি মনে করি যে এটি আবেদনকারীর ইরেচুইটি প্রদানের অধিকারের মূল অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না। উপরোক্ত আদেশটি গ্র্যাচুইটি প্রদানের আকারে বিধিবদ্ধ সুবিধা অস্বীকার করার জন্য পৃথকভাবে পড়া যায় না। উক্ত আইনের ধারা ২এ-তে প্রদত্ত অবিচ্ছিন্ন পরিষেবার সংজ্ঞা বিবেচনা করে, আমি মনে করি যে, ২০১৬ সালের ১৭ই মে তিনি চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন বলে যুক্তি দিয়ে উত্তরদাতা নং ৪-কে গ্র্যাচুইটি অস্বীকার করা যেত না। স্বীকারযোগ্যভাবে, আবেদনকারীর ক্ষেত্রে এটি নয় যে ১৯৯৯ সালের ৯ই জুন ট্রাইবুনেলের রায় বাস্তবায়িত করতে চাওয়া অফিস আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরদাতা নং ৪-এর চাকরিতে বিরতি ছিল। ২০১৪ সালের ৯ই ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট তার রায় ও আদেশের মাধ্যমে লর্ড ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখ থেকে রায়টি বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছিল। ২০১৫ সালের ১৫ই জুলাই তারিখের প্রস্তাব পত্রটিও উত্তরদাতা নং ৪-এর অতীত পরিষেবাতে হস্তক্ষেপ করে না। আবেদনকারী, এইভাবে, কে এই যুক্তি দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না যে যেহেতু, উত্তরদাতা নং. ৪

২০১৬ সালের কোনো এক সময় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন, তিনি ৫ বছর ধরে অবিচ্ছিন্ন চাকরিতে ছিলেন না, কারণ তিনি ২০১৯ সালের ৩১শে জানুয়ারি অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

২৫। আমি দেখতে পাচ্ছি যে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ তার ৭ই অক্টোবর, ২০২১ তারিখের আদেশে এই সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে দিয়েছে যে উত্তরদাতা নং ৪ নিয়োগকর্তার সাথে ১৮ বছর ধরে অর্থাৎ ৯ই জুন, ১৯৯৯ থেকে ৩১শে জানুয়ারী, ২০১৯ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছেন। আপিল কর্তৃপক্ষ এটি নিশ্চিত করেছে। আবেদনকারীর ক্ষেত্রেও নয় যে উত্তরদাতা নং ৪ ৯ই জুন, ১৯৯৯ থেকে কাজ করেনি। তারা কেবল যুক্তি দেখায় যে, যেহেতু উত্তরদাতা নং ৪-এর পরিষেবা ধারণাগতভাবে নিয়মিত করা হয়েছিল, তাই উক্ত সময়কালটি অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। যদিও, পূর্বোক্ত বিতর্কের সমর্থনে **পালুরু রামকৃষ্ণাইয়া** (উপরে)-র ক্ষেত্রে প্রদত্ত রায়ের উপর নির্ভরশীলতা রাখা হয়েছে, তবে আমি দেখতে পাচ্ছি যে উপরোক্ত রায়টি ধারণাগত পদোন্নতির ক্ষেত্রে মজুরি প্রদানের সাথে সম্পর্কিত। মামলার তথ্যে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে এই ধরনের ব্যক্তিরা যে সময়ের জন্য তাদের জ্যেষ্ঠতা ধারণাগতভাবে নির্ধারিত হওয়ার সময় কোনও উচ্চতর পদের দায়িত্ব পালন করেননি সেই সময়কালে কোনও বেতন ও ভাতা পাওয়ার অধিকারী হবেন না। উপরোক্ত রায় বার্ধক্যজনিত অর্থ প্রদানের সাথে সম্পর্কিত নয়। হরিয়ানা ও অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে। (উপরে) ৭ অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্ট, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করুনঃ

> "৭, পালুরের এই আদালত. রামকৃষ্ণাইয়া বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া হাইকোর্টের জারি করা নির্দেশনা বিবেচনা করেছে

এবং বহাল রেখেছিলেন যে "কোনও কাজের জন্য কোনও বেতন" থাকতে হবে না, ১ম. যে সময়ের জন্য তিনি উচ্চতর পদের দায়িত্ব পালন করেননি সেই সময়ের মধ্যে কোনও ব্যক্তি কোনও বেতন ও ভাতা পাওয়ার অধিকারী হবেন না, যদিও যথাযথ বিবেচনার পরে, তাঁর জুনিয়রকে পদোন্নতির তারিখ থেকে কার্যকরভাবে উচ্চতর পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে বলে বিবেচিত গ্রেডেশন তালিকায় তাঁকে যথাযথ স্থান দেওয়া হয়েছিল। তিনি কেবল বিবেচিত তারিখ থেকে পূর্ববর্তীভাবে বেতনের স্কেল বাড়ানোর অধিকারী হবেন তবে বেতনের বকেয়া প্রদানের অধিকারী নন। বীরেন্দ্র কুমার, জি. এম., এন. রাইস বনাম অবিনাশ চন্দ্র চাড্ডা। "

২৬। উপরোক্ত বিষয়গুলি থেকে যেমন প্রতীয়মান হয় যে, উপরোক্ত রায়গুলি বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছিল, যা বয়ঃসন্ধিকালের অর্থপ্রদান সম্পর্কিত নয়। একই রায়টি উক্ত আইনের ধারা ২এ-এর বিধানগুলির সঙ্গেও সম্পর্কিত ছিল না। উপরের আলোচনার আলোকে, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ফলাফলগুলি অথবা আপিল কর্তৃপক্ষকে বিকৃত বলা যায় না।

২৭। এই বিষয়টি বিবেচনা করে, আমি মনে করি যে আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত আপত্তিটি টিকিয়ে রাখা যাবে না। নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশগুলি হস্তক্ষেপের আহ্বান জানায় না। আবেদনকারী নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ বা আপিল কর্তৃপক্ষ দ্বারা সংঘটিত কোনও এখতিয়ারগত ত্রুটিও সনাক্ত করতে সক্ষম হননি। রিট পিটিশন ব্যর্থ হয় এবং সেই অনুযায়ী খারিজ করা হয় ।

২৮। তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

২৯। এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি এর জন্য আবেদন করা হয়, তাহলে হবে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার ভিত্তিতে পক্ষগুলিকে দেওয়া হয়।

(বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly